ধানের বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছফড়িং দমনে করণীয়

চলতি রোপা আমন মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ধানের জমিতে বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছফড়িং এর আক্রমণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাচ্চা ও পূর্নবয়স্ক বাদামি গাছ ফড়িং উভয়ই ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়। এক সাথে অনেক গুলো পোকা রস শুষে খাওয়ার ফলে গাছ প্রথমে হলদে ও পরে শুকিয়ে মারা যায় এবং দূর থেকে পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। বাদামী গাছ ফড়িং এর এ ধরনের ক্ষতিকে 'হপার বার্ণ' বা 'ফড়িং পোড়া' বলে। ধানের শীষ আসার সময় বা তার আগে 'হপার বার্ণ' হলে কোন ফলনই পাওয়া যায় না। কৃষক এই পোকার আক্রমণ সনাক্ত করার আগেই অতিদ্রুত মাঠের সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট করে ফেলে। জলাবদ্ধ এলাকায় অনুকুল পরিবেশ থাকায় আমন ধানে বাদামী গাছফড়িং এর প্রাথমিক বংশবিস্তার হয় যা পরবর্তীতে আশে পাশের ধান ক্ষেতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

বাদামি গাছফড়িং

বাচ্চা বাদামি গাছফড়িং

বাদামি গাছফড়িং আক্রান্ত জমি

এ পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করবেন না।
- পোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বার প্রান্তে পৌঁছলে (চারটি ডিমওয়ালা পেট মোটা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা গাছ ফড়িং বা উভয়ই) নিম্নলিখিত তালিকার যেকোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করুন। কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক	প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	
পাইমেট্রোজিন	৫০০ গ্রাম
থায়ামেথোক্সাম	৬০ গ্রাম
এমআইপিসি	১.৩ কেজি
ইমিডাক্লোপ্রিড	১২৫ এমএল
এবামেক্টিন	১.০ লিটার
এসিফেট	৭৫০ গ্রাম
এসিটামিপ্রিড	৫০ গ্রাম
কার্বোসালফান	১.০ লিটার
কার্টাপ	১.২ কেজি

কীটতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

২৯.১০.১৯
ড. শেখ শামিউল হক
সিএসও (চলতি দায়িত্ব) এবং বিভাগীয় প্রধান
কীটতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১